সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে বিচারব্যবস্থার উপাদান অনুসন্ধান

সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের উদ্ভবের পশ্চাতে তিনটি বিশেষ কারণ বা উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়ে থাকে- অবসর যাপন, নিছক চিত্তবিনোদন ও রাজকুমারদের শিক্ষাদান। রাজপুত্রদের সর্বতোভাবে অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশা*দি গ্রন্থগুলি রচিত হয়। কেবল রাজকুমারগণই নয় সর্বসাধারণ পাঠককুলের কাছেও এই সকল গ্রন্থগুলি শিক্ষালাভের অন্যতম মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল আখ্যানগুলিতে অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, মানবধর্ম ইত্যাদির প্রতিফলন অনস্বীকার্য। সংস্কৃত আখ্যানগুলিতে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন ভারতে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব অন্বেষণই বর্তমান গবেষণার বিষয়।

মানবীয় সম্প্রদায়ভুক্ত পাত্রপাত্রী কিংবা মানবেতর সম্প্রদায়ভুক্ত পশুপক্ষী আদি প্রাণীদের নিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃত আখ্যানগ্রন্থগুলির মধ্যে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততিকথা, পুরুষপরীক্ষা, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* এই গ্রন্থগুলিকে গবেষণার আকরগ্রন্থ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও দণ্ডিরচিত *দশকুমারচরিত* গ্রন্থটিও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন আলংকারিকের রচনায়ও এই গ্রন্থটিতে আখ্যান গ্রন্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংস্কৃত আখ্যানগুলিতে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন ভারতে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব অন্বেষণই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভ প্রস্তুত হয়েছে সেগুলি হল-

১. আখ্যানগুলিতে প্রাপ্ত নানা প্রকার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পিছনে কোন সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল – তা উপলব্ধি করা।

২. আখ্যানগুলির মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারব্যবস্থা ও শাস্তিবিধান কেমন ছিল ?

৩. স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত বিচারব্যবস্থা-দণ্ডব্যবস্থার সাথে আখ্যান সাহিত্যে উপলব্ধ বিচারপদ্ধতি কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল ? সেবিষয়ে আলোকপাত করা।

৪. আখ্যানগুলিতে সংঘটিত জঘন্য অপরাধে অপরাধীদের কী স্মৃতিবিহিত দণ্ডপ্রদান হত না কী অভিনব পদ্ধতির উদ্ভব হয় - তা বিশ্লেষণ করা।

প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় *মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, নারদস্মৃতি, বৃহস্পতিস্মৃতি, কাত্যায়নস্মৃতি* ও *বিষ্ণুধর্মসূত্রের* অনুসরণ করা হয়েছে। তবে *মনুসংহিতার মন্বর্থমুক্তাবলী* টীকা, মেথাতিথির *মনুভাষ্য* এবং *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* প্রসিদ্ধ টীকা *মিতাক্ষরা* প্রভৃতিও আলোচনার প্রয়োজন অনুসারে গবেষণায় অঙ্গীভূত করা হয়েছে। স্মৃতিতে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অপরাধের মাত্রা ও প্রকার অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, সাপ যেমন খোলসমুক্ত হয় তেমনি পাপ করে অনুতাপ করলে একই ভাবে পাপীও পাপমুক্ত হয়। পাপকারীর মন অনুতপ্ত হৃদয়ে যে পরিমাণে নিজ দুষ্কৃত আচরণের নিন্দা করতে থাকে, তার মন সেই পরিমাণে মুক্তি পেতে থাকে।[1] আখ্যানগুলিতে অন্যায় আচরণকে অপরাধ বলার পাশাপাশি কখনো কখনো পাপ বলেও সম্বোধিত করা হয়েছে, পারলৌকিক জগতে দণ্ড পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে অপরাধের দণ্ডব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ অপরাধের জন্য বিহিত দণ্ড কি ছিল কেবল সেটিকেই আলোচনার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট অপরাধটির জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাটিকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি বোধসৌকর্যার্থে সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় হল **সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ**। এই অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে *রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ,* বৌদ্ধসাহিত্যের বিভিন্ন আখ্যানগ্রন্থগুলির উল্লেখপূর্বক সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের ক্রমবিকাশ পর্বটি তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচিত আখ্যান গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সেখানে উপস্থিত অপরাধ সম্পর্কিত কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১] মনু.,১১.২২৯-২৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল **স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহারমাতৃকা একটি সমীক্ষা**। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলিকে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি হল **স্মৃতিসাহিত্য ও আখ্যানে বিচারপদ্ধতি ও বিচারক**। আলোচ্য অধ্যায়টিতে আখ্যানে বিচারের যে পদ্ধতি দেখা যায়, বিচারক তথা বিচার সভায় উপস্থিত সভ্যগণের গুণাবলী, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রমাণাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অপরাধী সনাক্তকরণের উপায়সমূহ, ন্যায়ালয়ের প্রকারভেদ, স্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে গল্পের মাধ্যমে যে তথ্যাবলী পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টি হল **ধনমূলক ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে তার প্রয়োগ প্রসঙ্গ**। আলোচ্য অধ্যায়টিতে ধনমূলক বিবাদপদ যেমন ঋণাদান, বিক্রীয়াসম্প্রদান, ক্রীতানুশয়, প্রণষ্টস্বামিকরিক্থ (হারিয়ে যাওয়া ধনপ্রসঙ্গ), নিধি, স্বামিপালবিবাদ, দত্তাপ্রদানিক, নিক্ষেপ – এগুলির আখ্যানে যে দৃষ্টান্ত রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আখ্যানে উক্ত বিবাদপদগুলির যে দৃষ্টান্তগুলি মেলে তার দ্বারা এই সকল বিবাদপদ সম্পর্কিত বিবাদে দণ্ডবিধি সম্পর্কেও জানা যায়। আলোচ্য অধ্যায়টিতে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি স্মৃতিতে এই সকল বিবাদপদগুলির যে দণ্ডবিধি পাওয়া যায় তার সাথে একটি তুলনাত্মক আলোচনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টি হল **হিংসামূলক বিবাদপ্রসঙ্গ শাস্ত্র ও আখ্যানসাহিত্যে**। অধ্যায়টিতে হিংসামূলক বিবাদপদ সাহস, বাকপারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয়, স্ত্রীসংগ্রহণ এগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিবাদপদের দৃষ্টান্ত আখ্যানগুলিতে অধিক মাত্রায় দেখা যায় বলে অধ্যায়টি কলেবরে বৃহৎ হয়েছে। এই সকল বিষয় নিয়ে গল্পগুলিতে যে বিবাদগুলি সংঘটিত হয়েছে তার বিবাদ নিরসন বিধি কিরূপ ছিল, কিরূপ দণ্ড প্রণয়ন করা হয়েছে এবং স্মৃতিবিহিত দণ্ডবিধি কিরূপ ছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়টি হল **প্রকীর্ণ ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে প্রতিফলিত অপরাধ প্রবণতা**। নির্দিষ্ট বিবাদপদের বাইরেও আখ্যানগুলিতে এমন কতগুলি ঘৃণ্য অপরাধের দৃষ্টান্ত মেলে

যেগুলি আলোচনা করা আবশ্যক, আলোচ্য অধ্যায়টিতে সেই সকল অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল অপরাধের সামাজিক পটভূমি ও তার সম্ভাব্য শাস্তিসম্পর্কে আখ্যানগুলিতে কি বলা হয়েছে তাও আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।